দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৮

মঠবাড়ীয়া সরকারী কলেজ

শিক্ষক সঙ্কট ও সিডর আক্রান্তের কারণে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে

দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ মঠবাড়ীয়া সরকারী কলেজটি হারাতে বসেছে তার অতীত ঐতিহ্য। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটির দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক সুনাম ছিল। অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষকদের কারণে উপকূলীয় পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলার শিক্ষার্থীরা ছুটে আসত মঠবাড়ীয়া কলেজে। প্রতিদিন সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখরিত হতো কলেজ ক্যাম্পাস। চরম শিক্ষক সংকট এবং নানা প্রতিকূলতার কারণে কলেজ ক্যাম্পাসটি এখন মৃতপুরীতে রূপ নিতে যাচ্ছে। কলেজে ৩৪ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও ২১টি পদ দীর্ঘদিন থেকে শূন্য রয়েছে। রসায়ন বিভাগে ৪ বছর, পদার্থ বিভাগে ৩ বছর ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১ বছর ধরে কোন শিক্ষক নেই। জানা গেছে, ওই সকল বিভাগে বেসরকারী কলেজ থেকে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে অনিয়মিত পাঠদান চলছে। খণ্ডকালীন শিক্ষকদের সম্মানী ভাতার সরকারী কোন বরাদ্দ না থাকায় শিক্ষকদের বহন করতে হচ্ছে। অন্যান্য শূন্যপদের বিপরীতে বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, ইতিহাস, হিসাব বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ২ জন করে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্শন ও গণিত বিভাগে ১ জন করে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এদিকে গত বছরের ১৫ নভেম্বর উপকূলীয় এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রী কমন রুম, মসজিদ, অডিটোরিয়াম ও সীমানা প্রাচীরসহ ১৮ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হলেও সরকারী বরাদ্দ এসেছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আজিজুর রহমান বলেন, বিশাল এ কলেজের ক্যাম্পাসে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে তুলনায় ৫০ হাজার টাকা সাহায্য অতি নগণ্য। দায়িত্ব পালনকারী উপাধ্যক্ষ মোঃ বদরুদ্দোজা বলেন, শিক্ষক সংকটে জর্জরিত কলেজের উপর দিয়ে সিডর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে দেখা দিয়েছে। তিনি বর্তমান শিক্ষা উপদেষ্টার সুদৃষ্টি কামনা করেন।

□ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট